Chapter-04
Lecture no -31
বিষয়ঃ যুক্তিবিদ্যা
অধ্যায়-৪র্থ (বিধেয়ক)

অবান্তর লক্ষণঃ যে গুণ বা গুণাবলি কোনো পদের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ নয়; আবার জাত্যর্থ থেকে অনিবার্য নিঃসৃতও নয়, তাকে অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমনঃ মানুষ হলো বুদ্ধি সম্পন্ন শান্তিপ্রিয় জীব।

অবান্তর লক্ষণের প্রকারভেদঃ

অবান্তর লক্ষণ ২ প্রকার

১, শ্রেণীগত অবান্তর লক্ষণ ঃ যে অবান্তর লক্ষণ কোন শ্রেণীর ক্ষেত্রে বর্তমান থাকে তাকে শ্রেণীগত অবান্তর লক্ষণ বলে।

২, ব্যক্তিগত অবান্তর লক্ষণ ঃ যে অবান্তর লক্ষণ কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে বর্তমান থাকে তাকে ব্যক্তিগত অবান্তর লক্ষণ বলে।

শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে অবান্তর লক্ষণকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

১, শ্রেণীগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ
২, শ্রেণীগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ
৩, ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ
৪, ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ

শ্রেণীগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণঃ

যে অবান্তর লক্ষণ কোন শ্রেণীর ক্ষেত্রে অপরিহার্যভাবে উপস্থিত থাকে তাকে শ্রেণীগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে । যেমন - সকল গরু হয় চতুস্পদীয় প্রাণী।

শ্রেণীগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণঃ

যে অবান্তর লক্ষণ কোন শ্রেণীর ক্ষেত্রে কখনো উপস্থিত থাকে আবার কখনো উপস্থিত থাকেনা তাকে শ্রেণীগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন- বিড়াল হয় সাদা।

ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণঃ

যে অবান্তর লক্ষণ কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয়ভাবে সবর্দা উপস্থিত থাকে তাকে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে । যেমন - কোন ব্যক্তির জন্মস্থান জন্মতারিখ।

ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণঃ

যে অবান্তর লক্ষণ কোন ব্যক্তি বিশেষের বেলায় সর্বধা উপস্থিত থাকে না বরং কখনো পরিবর্তন হতে পারে তাকে ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন- ব্যক্তির পোষাক আচার- ব্যবহার ইত্যাদি।

Chapter no -04 (Repeated)
Lecture no -30+31
Predicables
বিধেয়ক

বিধেয়ক হচ্ছে একটি সম্পর্কের নাম। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Predicables. উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মঝামাঝি বা মাঝে যে সম্পর্কের স্থাপন করা হয় তাকে বিধেয়ক বলে।

পরফিরি মতে বিধেয়ক হলো পাঁচ প্রকার। যথা:
১। সংজ্ঞা
২। জাতি
৩। উপজাতি
৪। লক্ষণ/বিভেদক লক্ষণ
৫। অবান্তর লক্ষণ
➪ তবে, এ্যারিস্টটলের মতে বিধেয়ক চার প্রকার।
➪ **জাতি:** যদি কোনো সদর্থক যুক্তিবাক্য দু'টি শ্রেণি বাচক পদের মধ্যে এমন সম্পর্ক থাকে যে, একটির ব্যক্ত্যর্থ অন্যটির থেকে বেশি এবং বেশি ব্যক্ত্যর্থপূর্ণ শ্রেণিটি অপর শ্রেণিটিকে অন্তর্ভুক্ত করে তাহলে এই বেশি ব্যক্ত্যর্থপূর্ণ শ্রেণিটি কম ব্যক্ত্যর্থ বিশিষ্ট শ্রেণির 'জাতি' বলে বিবেচিত। যেমন: 'সকল বাঘ প্রাণী।'
➪ **উপজাতি:** যদি কোনো সদর্থক যুক্তি বাক্য দুটি শ্রেণিবাচক পদের মধ্যে এমন সম্পর্কে থাকে যে, একটির ব্যক্ত্যর্থ অন্যটির ব্যক্ত্যর্থ থেকে কম এবং কম ব্যক্ত্যর্থ যুক্ত শ্রেণিটির বেশি ব্যক্ত্যর্থ যুক্ত শ্রেণিটির অন্তর্ভূক্ত হয়, তাহলে এই কম ব্যক্ত্যর্থযুক্ত শ্রেণিকে বেশি ব্যক্ত্যর্থযুক্ত শ্রেণির উপজাতি বলে।

যেমন: 'সকল দার্শনিক হয়/হন মানুষ।

বিভেদকলক্ষণ: যে গুণ বা গুণাবলি কোনো জাতির অন্তর্গত অন্যান্য উপজাতি থেকে একটি বিশেষ উপজাতিকে অলাদা সেই গুণ বা গুণাবলীকে বিভেদক লক্ষণ বলে।

মানুষ:	জীব:
জীববৃত্তি+বুদ্ধিবৃত্তি	জীববৃত্তি

উপলক্ষণঃ যে গুণ জার্ত্যথের অংশ নয় কিন্তু জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় তাকে উপলক্ষণ বলে। যেমন- সকল মানুষ হয় চিন্তাশীল প্রাণী।

অবান্তর লক্ষণ: যে গুণ বা গুণাবলি কোনো পদের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ নয়; আবার জাত্যর্থ থেকে অনিবার্য নিঃসৃতও নয়, তাকে অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমনঃ মানুষ হলো বুদ্ধি সম্পন্ন শান্তিপ্রিয় জীব।

বিধেয়	বিধেয়ক
১। একটি পদ	১। একটি পদ নয়
২। মূর্ত	২। বিমূর্ত বা অমূর্ত
৩। যুক্তিবাক্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ	৩। যুক্তিবাক্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়
৪। অপেক্ষাকৃত কম শর্ত সাপেক্ষ	৪। অপেক্ষাকৃত বেশি শর্ত সাপেক্ষ
৫। সুনির্দিষ্ট কোনো শ্রেণি বিভাগ নেই	৫। শ্রেণি বিভাগ রয়েছে।
৬। বিধেয় একক বা বিশেষ হয়	৬। কিন্তু বিধেয়ক বিশেষ নয় বরং সার্বিক।

১) **সংজ্ঞা:** শ্রেণিবাচক পদ দুটি যদি এমনভাবে সম্পর্কিত হয় যে একটি অপরটি থেকে ক্ষুদ্রতম পদটি অপর পদটির অন্তর্ভূক্ত হয়, তবে ক্ষুদ্রতর পদটি উপজতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উদাহরণ: 'মানুষ' শ্রেণিটি শিক্ষিত 'মানুষ' শ্রেণির তুলনায় জাতি কিন্তু 'প্রাণী' শ্রেণির তুলনায় উপজাতি।

২) **জাতি:** ব্যাক্তার্থের দিক থেকে বড় পদটি হলো ছোট পদটির জাতি ।

৩) **উপজাতি:** ব্যাক্তার্থের দিক থেকে ছোট পদটি হলো বড় পদটির উপজাতি ।

জাতি: দুটি পদের মধ্যে ব্যক্ত্যর্থের (সংখ্যার) দিকে থেকে বড় পদটিকে ব্যক্ত্যর্থের দিক থেকে ছোট পদটির জাতি বলে।

উপজাতি: দুটি পদের মধ্যে ব্যক্তর্থের দিক থেকে ছোট পদটিকে ব্যক্তার্থের দিক থেকে বড় পদটির উপাজাতি বলে।

লক্ষণ/ বিভেদক লক্ষণ: যে গুণের কারণে একই জাতির অন্তর্ভূক্ত একটি উপজাতিকে তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করে তাকে বিভেদক লক্ষণ বলে।

উপলক্ষণ: যে গুণ জ্যত্যর্থের (গুন) অংশ নয় কিন্তু জ্যত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে বের হয় তাকে উপলক্ষণ বলে। যেমন– মানুষ হয চিন্তাশীল জীব।

অবান্তর লক্ষণ: যে গুণ জ্যত্যর্থের অংশ নয় এবং জ্যত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে বের ও হয় না তাকে অবান্তর লক্ষণ বলে। যেমন– মানুষ হয় হাস্যপ্রিয়/ প্রেমপ্রিয়।

প্রশ্ন ১০। আসন্নতম জাতি বলতে কী বোঝ? [রা. বো. '১৭]

উত্তর: আসন্নতম জাতি বলতে নিকটতম জাতিকে বোঝায়। অর্থাৎ, কোনো একটি জাতি বা শ্রেণির নিকটতম যে জাতি থাকে তাকে আসন্নতম জাতি বলে। যেমন– 'মানুষ' শ্রেণির নিকটতম জাতি হলো 'জীব'। তাই 'মানুষ' পদের আসন্নতম জাতি জীব।

প্রশ্ন ১১। কোন ধরণের যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক সম্ভব নয়?

[ঢা. বো. '১৬; য. বো. '১৭, ব. বো. '১৬; দি. বো. '১৭;]

উত্তর: নঞর্থক যক্তিবাক্য বিধেয়ক সম্ভব নয়। কেননা বিধেয়ক হলো এক প্রকার সম্পর্ক। এ সম্পর্ক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে তৈরি হয়। যেহেতু নঞর্থক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য নঞর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয়ক সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ১২। সমজাতীয় উপজাতির ধারনাটি ব্যাখ্যা কর। [ব. বো. '১৭]

উত্তর: সমজাতীয় উপজাতি বলতে একই জাতীয় উপজাতি বোঝায়। অর্থাৎ, যে উপজাতিগুলো পারস্পারিক সম্পর্কের দিক থেকে একই জাতীয় বা সমজাতীয় হয়, তাকে সমজাতীয় উপজাতীয় উপজাতি বলা হয়। যেমন– মাছ জাতির অন্তর্গত ইলিশ, রুই, শিং মাছ প্রভৃতি সমজাতীয় উপজাতি।